দ্বিতীয় প্রবাস - ১৯

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

ক্লাশ শুরু হবার পর আমাকে দৈনন্দিন কাজের একটা নতুন রুটিন বানাতে হোল। এর প্রধান কারণ ছেলের বিয়ের যথাবিহিত প্রস্তুতি নেবার জন্য গিন্নিকে নিয়ে এখানে ওখানে প্রয়োজনীয় দৌড়-ঝাঁপ করা এবং তার নানাকাজে সহায়তা করার জন্য কিছুটা সময় বের করে নেয়া।

আমেরিকাতে বসে বাংগালী বা ভারতীয় আচার আচরন মেনে বিয়ে করা বা করানোর প্রধান মুশকিল হোল বিভিন্ন অনুষ্ঠান যথা গায়ে হলুদ, বরযাত্রা, বা বৌভাত এর জন্য প্রয়োজনীয় ট্র্যাডিশনাল সামগ্রী জোগার করা। আমাদের সব বিয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এমন সব সামগ্রীর প্রয়োজন হয় যেগুলো আমেরিকার কোথায় যে পাওয়া যাবে তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। আমাদের একটিই মাত্র ছেলে। সেই ছেলের একমাত্র বোন আর তাদের মায়ের আন্তরিক ইচ্ছে বিয়েটা যেন পুরোপুরি দেশী কায়দায় হয়। ব্যক্তিগত ভাবে আমার স্ত্রী অত্যন্ত কম চাওয়ার মানুষ। আমাদের সাইত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে তিনি কখনো সন্তানদের পক্ষ হয়ে এমন কিছু দাবী করেননি যা নিয়ে আমাকে কোন ভাবে বিব্রত হতে হয়েছে বা দুশ্চিন্তায় পরতে হয়েছে। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে আমাদের মেয়ে সোনিয়ার বিয়েতেও খরচের বাহুল্য ছিলনা। আমাদের সামর্থ্য ছিল সীমিত; কিন্তু সেই সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও মেয়ে ও তার মায়ের সার্থক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সে বিয়ের সবক'টি অনুষ্ঠানই খুব সুন্দর হয়েছিল। একমাত্র ছেলের বিয়ে সুন্দরমতো হোক সেটা আমিও চাই, কিন্তু আমেরিকাতে বসে বাংলাদেশী কায়দায় কতটা সুন্দর মতো করতে পারবো সেটাই ছিল সেই মূহুর্তে আমার প্রধান চিন্তা।

এক বছর আগে বিয়ের স্থান ও তারিখ ঠিক হওয়ার পরই আমার দূরদৃষ্টি সম্পন্না সহধর্মিনী বুঝেছিলেন যে এই আন্তঃমহাদেশীয় বিয়ে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার হ্যাপা অনেক; কাজটা কোনক্রমেই খুব সহজ হবেনা। তাই কোন সময় নষ্ট না করে সুদুর অস্ট্রেলিয়াতে বসে তখন থেকেই তিনি এই বিয়ের সামগ্রিক এবং বিস্তৃত পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এই পরিকল্পনায় তার প্রধান সহযোগী ছিল আমেরিকায় বসবাসকারী আমাদের মেয়ে সোনিয়া, টরন্টো নিবাসী আমার প্রথম শ্যালিকা রাকিম, UNHCR এ চাকুরীর সুবাদে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে বসবাসকারী আমার দ্বিতীয় শ্যালিকা নাসরীন, ঢাকায় বসবাসকারী আমার বড় শ্যালক নাইমের স্ত্রী মিনু, চতুর্থ শ্যালিকা লুবনা এবং তার বড় মেয়ে কাশফী। প্রসংগতঃ বলা উচিৎ আমি এমন একজন দুলাভাই যার শ্যালক এবং শ্যালিকা ভাগ্য রীতিমত ঈর্ষা করার মত। ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন গুনে গুনান্বিত হওয়া ছাড়াও এদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট কবির ভাষায় 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে,'। এদের সাথে আলোচনা পর্য্যাচোলনার মাধ্যমে বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের কোনটি কোথা থেকে, কত দামের মধ্যে, এবং কার মাধ্যমে কেনা হবে এবং কিভাবে সেগুলোকে আমেরিকাতে আনা হবে তার একটা ছক তৈরী করে তিনি সেইমতো অগ্রসর হয়েছেন। যেহেতু আমাদের হবু পুত্রবধু গুজরাটী, তার জন্য গুজরাটি পোষাক বানানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাসরীনকে। বিয়ের সময়ে মেয়ের বাড়ীতে হলুদতত্ত্ব পাঠানোর জন্য বেত বা বাঁশের তৈরী ডালা বা সাজির প্রয়োজন হবে; সে কথা মনে রেখে সোনিয়া ২০০৫ এর ডিসেম্বরে আমাদের জামাই নোমানকে দিয়ে ঢাকা থেকে কয়েকটি ডালা এবং সাজি আনিয়েছে। বিয়ের কেনাকাটা করার জন্য ২০০৬ এর ফেব্রুয়ারীতে ছেলের মা নিজে তিন সপ্তাহের জন্য ঢাকায় গিয়েছিলেন। একই সময়ে

ঢাকায় বেড়াতে আসা তার দুই বোন রাকিম ও নাসরীনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিয়ের প্রায় ষাট সত্তর ভাগ কেনাকাটা সেরে ফেলেছেন; হলুদ এবং বৌভাতের কার্ড ছাপিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বিয়ের আগে এতসব জিনিষ পত্র আমেরিকায় পাঠাতে অসুবিধে হতে পারে এই কথা ভেবে রাকিমের মাধ্যমে বিয়ের মূল সোনার জড়োয়া গহনা, কার্ড এবং আরো বেশ কাপড় চোপড় তিনি টরন্টো পাঠিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু বিয়ের সময় রাকিমরা গাড়ী চালিয়ে আমেরিকায় আসবে এগুলো আনতে অসুবিধে হবেনা।

যেখানে গিন্নী একা এত কিছু করে ফেলেছেন, আমি তো বলতে গেলে কিছুই করিনি। চেক লিখা আর টাকা দেওয়া এমন কি আর কাজ হলো! অতএব, এখন আমাকে কিছু কাজ করতে হবে আর সেটা হচ্ছে যে সব জিনিষপত্র এখনো জোগাড় হয়নি সেগুলোর ব্যবস্থা করা। আর এ জন্যই সময় দরকার।

সোমবার যেহেতু ক্লাশ সেদিন তো অবশ্যই ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে তাই সোমবার বাদ। কিন্তু ক্লাশ করা ছাড়াও তো একজন শিক্ষকের আরো কিছু অবশ্য করণীয় বিষয় থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ছাত্রদের জন্য এসাইনমেন্ট তৈরী করা; সেগুলোকে পরীক্ষা করে মন্তব্য সহ পরের ক্লাশে তাদেরকে ফেরৎ দেওয়া; ইউনিভার্সিটির নিয়মানুযায়ী ক্লাশের দিন ছাড়া অন্য কোন একদিন ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত দু'ঘন্টা consultation hour এর সময় অফিসে হাজির থাকা ইত্যাদি। আর গবেষণার কাজ তো সার্বক্ষনিক; sabbatical এর ছুটিটাই তো সে জন্য। এই সব কিছু মনে রেখে স্থির করা হোল বৃহস্পতিবার থেকে রোববার বরাদ্দ থাকবে বিয়ের প্রস্তুতির কাজে। মাহমুদ হাসানের কাছ থেকে জানা গেল New York শহরের Jackson Heights এ গেলেই নাকি বিয়ের যাবতীয় সামগ্রী পাওয়া যাবে; উনিও নাকি তার ছেলের বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই সেখান থেকে কিনেছেন। এ ছাড়াও আমাদের বাসার কাছেই Iselin সাবার্বে রয়েছে মিনি ইন্ডিয়া বলে পরিচিত Oak Tree Road, সেখানেও শাড়ী-কাপড়-গহনা এবং traditional বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষংগিক অনেক কিছুই নাকি পাওয়া যায়। এ সব খবর শুনে কিছুটা হলেও আস্বস্ত এবং আশাবাদী হওয়া গেল। আমরা ঠিক করলাম সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই আমাদেরকে কাজে লেগে যেতে হবে। যেহেতু আমেরিকাতে স্বল্পকালীন অবস্থানের এই সময়টায় আমি গাড়ী কিনতে আগ্রহী নই, আমাকে মোটামুটিভাবে পাবলিক ট্রানসপোর্টের ওপর নির্ভর করতে হবে। আর তাই বিয়ের তারিখ অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে হলেও একটু আগেভাগে প্রস্তুতি নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আগেই বলেছি আমাদের নতুন বাসাটি খুব সুন্দর। বাড়ী থেকে সামান্য দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে রারিটান সেপ্টেম্বর মাসের চৌদ্দ আর পনেরো তারিখে দুটো সংবাদে বেশ মর্মাহত এবং বিচলিত হলাম। আমার এক নব্য পরিচিত আমেরিকান বন্ধু আমাকে জানালেন যে বাংলাদেশের পুলিশ রাজপথে মহিলা হরতালকারীদের বিবস্ত্র করে তাদেরকে বেধড়ক পিটিয়েছে। "Isn't your Prime Minister a

নদী। নদীর পারে সুন্দর পার্ক ও খেলার মাঠ। প্রায় প্রতিদিন বিকেলে সে মাঠে রাটগার্সের রেসিডেনসিয়াল এলাকায় বসবাসকারী ছাত্রছাত্রী, ভিজিটিং প্রফেসর এবং তাদের ছেলে মেয়েরা মাঠে খেলাধুলা করে। প্রায় প্রতি সকাল এবং বিকেলেই পার্ক এবং পার্ক সংলগ্ন নদীর পার দিয়ে স্বাস্থ্যান্বেষী নবীন প্রবীনদের হাটাহাটি করতে দেখা যায়। সহধর্মিনীর অনুশাসনে আমিও হাটি। দিনের অন্যান্য সময় পার্ক এবং মাঠে প্রায়ই অগুনতি রাজহাসের দেখা মেলে। রারিটান নদীর পানি খুব দূষিত বলে এখানে কাউকে মাছ ধরতে দেখা যায়না; তবে এই রাজহাসগুলো মনে হয় এই নদীর মাছ খেয়েই বেঁচে থাকে।

woman?' জানতে চাইলেন তিনি। অনেক কিছুই হয়তো বলা যেত; কিন্তু কেমন করে বলি যে চকচক করলেই যেমন সোনা হয়না, তেমনি দেখতে মেয়েলোক মনে হলেও সব মেয়েলোকই নারী নয় ! পরে যোগাযোগ করবো বলে টেলিফোন রেখে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা দেখার জন্য ইন্টারনেটে গেলাম। বন্ধু তো মিথ্যে বলেন নি! পয়ত্রিশ বছর আগে বাংলাদেশের যে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা মা-বোনের সম্ভ্রম আর আব্রু বাঁচাতে এবং দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার সংগ্রামে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি, আজ তাদেরই উত্তরসুরীরা তাদের নিজেদের মা-বোনের সন্মান নিয়ে, তাদের আব্রু আর সম্ভ্রমকে প্রকাশ্যে নিলাম করে প্রেতের নৃত্য নাচছে! হায়রে বাংলাদেশ, ইসলামের তথাকথিত ধ্বজাধারী জোটের দুই প্রাক্তন রাজাকার আর আলবদর মন্ত্রীর কি পরাক্রম; তাদের সাহচর্য্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম বীর সেনানীর স্ত্রী তার সমস্ত নারী সুলভ গুণাবলীও খুইয়ে বসেছেন। ভাবতে সত্যি অবাক লাগে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পশুরা (না)পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার নামে বাংগালী শত্রুদের 'শায়েস্তা করার' উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে অবস্থানকারী তাদের কন্যা অর্থ্যাৎ ছাত্রীদেরকে লাঞ্ছিতা করেছিল, কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কি কারণে শান্তির সময়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের ছাত্রীদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিলেন? তখন ভেবেছিলাম তিনি নিজে যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পাননি, হয়তো সে কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রতি তার একটা প্রচ্ছন্ন রাগ রয়ে গেছে। এবারকার ন্যক্কারজনক ঘটনার পর মনে হচ্ছে নারী নিপীড়ন তার স্বভাব, এতে তিনি আনন্দ পান। আমরা মনে হয় আবার আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে ফিরে যাচ্ছি।

দ্বিতীয় যে সংবাদটি আমাকে বিচলিত করলো সেটা হচ্ছে পোপ বেনেডিক্টের মুসলিম বিদ্বেষের নগ্নতম বহিঃপ্রকাশ। যেখানে তাদের ধর্মের প্রবর্তক যীশুখৃস্ট ইহুদীদের অন্যায় বিচারের বলি হয়েও আত্মত্যাগের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে শান্তি, সহনশীলতা আর ক্ষমার মাহাত্ম্য শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, সেখানে কি কারণে রোমান ক্যাথলিক খৃস্টিয় সমাজের এই প্রধানতম ধর্মগুরুটি আজকের অশান্ত পৃথিবীর অশান্তি আরো বাড়িয়ে দেবার প্রয়াস পাচ্ছেন তা ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ তারা অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল নয়; রোমান ক্যাথলিকদের পোপের সাম্প্রতিক মুসলিম বিদ্বেষী ভাষণ কি তার ধর্মের সহনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে? ইসলাম ধর্ম কখনো মুসলমানদেরকে ঢালাওভাবে সকল বিধর্মীদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করতে নিষেধ করে না; ইসলাম সে সব বিধর্মীর বন্ধু হতে নিষেধ করে যারা ইসলামকে বিদ্রূপ করে, যারা ইসলামকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে থাকে। পবিত্র কোরান পাকে আল্লাহ বলেন (৫: ৫৭) *"O you who believe, do not befriend those among the recipients of previous scripture who mock and ridicule your religion, nor shall you befriend the disbelievers. You shall reverence GOD, if you are really believers."*

অনেক বছর আগে ভাটিকান সিটির St. Peters Basilica য় এই পোপের পূর্বসূরী প্রয়াতঃ সর্বজন মান্য মহামতি পোপ জন পলকে সামনে থেকে দেখা এবং তার এক সংক্ষিপ্ত Sermon শোনার ভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি তার ধর্মের অনুসারী নই, কিন্তু তাঁকে দেখে যেমন শান্তির প্রতিমুর্তি বলে মনে হয়েছিল, তেমনি তার ভাষন শুনে মনে হয়েছিল ধর্মগুরুর ভাষন এমনই হতে হয়। তার উপস্থিতিতে একটি অপার্থিব, স্বর্গীয় ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সবকিছু মিলিয়ে আমার কাছে পোপ জন পল ছিলেন বিশ্বশান্তি এবং ধর্মীয় সৌহার্দ্যের অগ্রপথিক এবং আলোকবর্তৃকা। পোপ বেনেডিক্টের ভাষন শুনে আমার মনে হয়েছে আর যাই হোন তিনি ধর্মীয় সৌহার্দ্যের দূত অবশ্যই নন।

চলবে - - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)